সংবাদ

তারিখ 4 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা : শুক্রবার ২১ বৈশাখ ১৪১৯
Dhaka : Friday 4 May 2012

সম্পাদকীয়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে সাবধান

সরকার দেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে পারে না বলে প্রায় ব্যাঙের ছাতার মতোই গড়ে উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এদের অনেকেরই আবার বিভিন্ন ক্যাম্পাসের নামে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। বেশিরভাগই ভাড়া করা বাড়িতে কার্যক্রম শুরু করে এবং সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারে না। বেঁধে দেয়া সময় পার হলে আবার বর্ধিত সময়সীমার জন্য আবেদন করে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে সরকার তা অনুমোদন করে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আইন অমান্য করে কোন কোন ভুঁইফোড় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা শহরের অনেক স্থানে অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালিত করছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর এ ব্যাপারে কমিশন এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

এর আগে একটি তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাস থেকে সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল। অর্থের বিনিময়ে যেসব সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে চাকরি যেন কেউ না পায় তার ব্যবস্থা যেমন থাকতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য করাটাও যুক্তিযুক্ত হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে আরও বড় অভিযোগ হলো মোটা অঙ্কের ফি নিয়ে মাত্র কয়েকটি বিষয় সেখানে পড়ানো হয়। শিক্ষকদের অনেকেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে তারা খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। আবার অনেকে আছেন যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণের পর শিক্ষকতা করেন। তাদের জীবনের 'প্রাইম টাইম' পার করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটুকু অবদান রাখতে পারেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর ব্যাপারেও একথা সত্য। অর্থাৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এসব ব্যাপারে 'এক্রিডেশন বোর্ড' করার বিরোধিতা করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা।

অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব 'ট্রাডিশনাল' বিষয় পড়ানো হয়, সেগুলোর সামান্যই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। বিজ্ঞান ও গণিতের মতো বিষয়গুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কদাচিৎ পড়ানো হয়। অথচ আধুনিক সমাজ গড়তে হলে এসব বিষয় পড়ানো জরুরি। বিভিন্ন মাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে বিষয় পড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, সেগুলো ভালোভাবে পড়ানো হয় কি-না সন্দেহ করা হয়। সব মিলিয়ে এদেশে শিক্ষা একটি বড় ধরনের বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী একবার উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। জেলা সদরে যে সরকারি কলেজ আছে, সেগুলোর বেশিরভাগেই শিক্ষকের চরম সংকট। অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যত ছাত্রকে শিক্ষাদান করতে পারে তার দুই গুণ-তিন গুণ ছাত্র ভর্তি করার ফলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নেয়ার সম্ভাবনাও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখন যেহেতু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চহারে ফি নিয়ে ছাত্র ভর্তি করছে, এদের ওপর সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কড়া নজর রাখা উচিত। নোটিস দেয়ার পরও কোন অননুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় যদি শিক্ষার কার্যক্রম চালানোর চেষ্টা করে তবে তার বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেয়াটাই যুক্তিযুক্ত।